শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ সাউথ স্কুল এন্ড কলেজ

প্রধান শাখা: সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ভবন, ৯৩, কাজীহাটা, মোটর রোড, রাজশাহী। ফোন: ০২৫৮৮৮৬০৭১৫, ০২৫৮৮৮৬০৭১৩, ০২৫৮৮৮৬১২৪৮, ০২৫৮৮৫৭৩৬৮, ০২৫৮৮৫৪৭৩৭
Email: smnss.cnb@gmail.com

উপশহর শাখা: বাড়ী- ২৬২, সেক্টর-০২, উপশহর হাউজিং এস্টেট, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭৮৬০২২৬
Email: smnss.upo@gmail.com

তালাইমারী শাখা: বাড়ী-৫৩২, ওয়ার্ড- ২৫, তালাইমারী নর্দান মোড়, জাহাঙ্গীর সরণী, কাজলা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৫৮৮৮৬৬৬১৬
Email: smnss.talaimari@gmail.com

Email: shimulmemorial@gmail.com
Facebook Page: Shimul Memorial North South School and College Rajshahi
School Code: 1976 Web Address: www.smnssc.edu.bd EIIN No: 136830 Estd: 2003

সুত্রঃ শিমেনসাঙ্কুঃ ২০২৬১১১০২ **তারিখঃ ০৪/১১/২০২৬ খ্রি**

নোটিশ

এতদ্বারা **শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ সাউথ স্কুল এন্ড কলেজের** প্লে গ্রুপ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও সম্মানিত অভিভাবকমণ্ডলীর সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বছরের শেষ প্রান্তে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন বার্ষিক পরীক্ষার দোরগোড়ায়। সারা বছরের পরিশ্রম ও স্বপ্নের চূড়ান্ত মূল্যায়নের এই সময়ে সন্তানের পাশে সবচেয়ে বড় শক্তি আপনি। তাই সন্তানের পাঠ-অগ্রগতি, উপস্থিতি, শৃঙ্খলা ও পরীক্ষা-প্রস্তুতি নিয়ে আন্তরিক মতবিনিময়ের লক্ষ্যে একটি বিশেষ অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিটি সন্তান একেকটি অমূল্য স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব বিদ্যালয় ও পরিবারের যৌথ। পরীক্ষার আগের এই দিনগুলোতে আপনার একটুখানি মনোযোগ, স্নেহভরা উৎসাহ ও সঠিক দিকনির্দেশনা সন্তানের মনোবল বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে। সমাবেশে শিক্ষকগণ আপনার সন্তানের বর্তমান অগ্রগতি, শক্তির দিক ও যেসব বিষয়ে আরও যত্ন প্রয়োজন এবং বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে সরাসরি আলোচনা করবেন; পাশাপাশি ঘরে পড়াশোনার পরিবেশ, সময় ব্যবস্থাপনা ও সন্তানের মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করার পরামর্শও দেওয়া হবে। আপনাদের মূল্যবান মতামতও আমরা আন্তরিকভাবে শুনতে চাই।

অতএব, সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা ভেবে সকল ব্যস্ততার মাঝেও একটু সময় বের করে নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখার সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দকে আন্তরিক অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। আপনার উপস্থিতি সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও আস্থার এক নীরব কিন্তু শক্তিশালী বার্তা—আপনাকে পাশে দেখে সে বুঝবে, তার পথচলায় সে একা নয়।

নিম্নে তারিখ, সময়, শ্রেণি ও স্থান উল্লেখ করা হলোঃ

প্রতিষ্ঠান শাখা	তারিখ ও বার	শ্রেণি	সময়	স্থান
সিএন্ডবি	১০/১১/২০২৬ মঙ্গলবার	প্লে গ্রুপ, নার্সারি ও কেজি	০৮:৪৫-১০:০০	স্কুল ভবন (সিএন্ডবি ৭ম তলা হল রুম)
		প্রথম ও দ্বিতীয়	১০:১৫-১১:১৫	
		তৃতীয় থেকে নবম	১২:০০-০১:৩০	
উপশহর	১১/১১/২০২৬ বুধবার	প্লে গ্রুপ, নার্সারি ও কেজি	০৯:০০-১০:০০	স্কুল ভবন (উপশহর)
		প্রথম ও দ্বিতীয়	১০:১৫-১১:১৫	
		তৃতীয় থেকে নবম	১২:০০-০১:৩০	
তালাইমারী	১২/১১/২০২৬ বৃহস্পতিবার	প্লে গ্রুপ, নার্সারি ও কেজি	০৯:০০-১০:০০	স্কুল ভবন (তালাইমারী)
		প্রথম ও দ্বিতীয়	১০:১৫-১১:১৫	
		তৃতীয় থেকে নবম	১২:০০-০১:৩০	

বিশেষ অনুরোধ

সন্তানের হাত ধরে সাফল্যের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে অনুগ্রহ করে নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে যথাসময়ে উপস্থিত থাকুন এবং সন্তানের শিক্ষাজীবন ও পরীক্ষা-প্রস্তুতি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করুন।

আপনার সন্তানের সাফল্যই আমাদের আনন্দ, আর তা আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।

বিদ্যালয় ও পরিবারের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠবে একটি আলোকিত, সুশিক্ষিত ও মানবিক প্রজন্ম।

আপনার আন্তরিক উপস্থিতির অপেক্ষায় রইলাম—আপনার সন্তান ও তার প্রিয় বিদ্যালয়।

অপর পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য

স্কুলে অভিভাবক সমাবেশের গুরুত্ব: একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা

একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনে তিনটি মূল স্তম্ভ হলো–শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক। এই তিনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় না হলে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। আর এই সমন্বয়ের সেরা মাধ্যম হলো অভিভাবক সমাবেশ। এটি শিক্ষক-অভিভাবকের যোগাযোগের একটি সরাসরি প্ল্যাটফর্ম, যা শিক্ষার্থীর সার্বিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অভিভাবক সমাবেশের গুরুত্ব ও উপকারিতা:

১. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও একাডেমিক অগ্রগতি মূল্যায়ন: সমাবেশে শিক্ষক অভিভাবকদের সামনে সন্তানের একাডেমিক সাফল্য, অংশগ্রহণ, মনোযোগ, উপস্থিতি ও পাঠ্যবস্তুর প্রতি আগ্রহ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। এতে অভিভাবক বুঝতে পারেন সন্তানের উন্নতি কিংবা দুর্বলতা কোথায়।

২. শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক উন্নয়ন: শিক্ষকদের সঙ্গে সরাসরি আলাপের সুযোগ পেয়ে অভিভাবকরা আরও সচেতন হন এবং শিক্ষকরা অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝে কার্যকরভাবে শিক্ষাদান করতে পারেন। এটি একটি সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে, যা শিক্ষার্থীর উন্নয়নে সহায়ক।

৩. সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও যৌথ সমাধান: অনেক সময় শিক্ষার্থীর আচরণগত সমস্যা, মনোযোগের ঘাটতি, মানসিক চাপ বা পারিবারিক সমস্যা তার পড়াশোনার ওপর প্রভাব ফেলে। এইসব সমস্যা শিক্ষক একা চিহ্নিত করতে পারেন না। সমাবেশে যৌথভাবে এসব সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

৪. অভিভাবকদের সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি: অনেক সময় অভিভাবকরা সন্তানদের শিক্ষাজীবন নিয়ে উদাসীন থাকেন। সমাবেশের মাধ্যমে তারা জানতে পারেন সন্তান কী শিখছে, কোন দিক থেকে পিছিয়ে আছে এবং কীভাবে ঘরে বসে সাহায্য করতে পারেন। এতে তাদের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বাড়ে।

৫. স্কুল নীতিমালা ও কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা: সমাবেশে স্কুলের নিয়মনীতি, পরীক্ষার সময়সূচি, সহশিক্ষা কার্যক্রম, স্বাস্থ্যবিধি ইত্যাদি বিষয় অভিভাবকদের জানানো হয়। এতে তারা শিশুদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং স্কুল প্রশাসনের সিদ্ধান্তে আস্থা রাখেন।

৬. শিক্ষার্থীকে দায়িত্বশীল করে তোলে: যখন শিশুরা দেখে তার বাবা-মা স্কুলে যাচ্ছে, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার বিষয়ে আলোচনা করছে–তখন তার ভেতর একটি দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা জন্ম নেয়। সে নিজেকে আরও মনোযোগী ও শৃঙ্খলিত করার চেষ্টা করে।

৭. শিক্ষককে সহানুভূতিশীল করে তোলে: সমাবেশে অভিভাবকদের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার্থীর পারিবারিক অবস্থা, মানসিক চাপ, স্বাস্থ্যের সমস্যা ইত্যাদি জানলে শিক্ষক আরও সহানুভূতিশীল ও নমনীয় হয়ে কাজ করতে পারেন, যা শিক্ষার্থীর উপকারে আসে।

৮. স্কুল প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে: স্কুলে কী ধরনের পাঠদান হয়, শিক্ষকরা কীভাবে মূল্যায়ন করেন, শিক্ষার্থীদের প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গি রাখা হয়– এসব বিষয়ে অভিভাবকদের সামনে প্রতিবেদন দেওয়া হয়। এতে অভিভাবকদের আস্থা বাড়ে এবং স্কুলের স্বচ্ছতা বজায় থাকে।

৯. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও ক্যারিয়ার পরামর্শ প্রদান: বড় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষকরা অভিভাবকদের সঙ্গে বসে সন্তানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, বিষয় নির্বাচন, ক্যারিয়ার গাইডেন্স ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। এটি শিক্ষার্থীর জন্য একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

অভিভাবক সমাবেশ কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি একটি গঠনমূলক, ফলপ্রসূ ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষা, আচরণ, এবং ভবিষ্যৎ গঠনে একত্রে কাজ করা সম্ভব হয়। বর্তমান যুগে যেখানে প্রযুক্তি ও সামাজিক পরিবর্তনের কারণে শিক্ষার্থীদের নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়, সেখানে শিক্ষক ও অভিভাবকের সমন্বিত প্রচেষ্টা ছাড়া টেকসই শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। সুতরাং, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত, সুচিন্তিত, অংশগ্রহণমূলক এবং বন্ধুসুলভ অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন সময়ের দাবি।

অধ্যক্ষ

শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ সাউথ স্কুল এন্ড কলেজ